তারিখ ... 14 APR 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৬ ...

প্রথম আলো

নাজিম উদ্দিন হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে উপাচার্য কার্যালয় ঘেরাও

রাজধানী প্রতিবেদক ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সন্ধ্যাকালীন কোর্সের ছাত্র নাজিম উদ্দিনকে হত্যার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও ও সমাবেশ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

একই দাবিতে গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। এ দাবিতে ২১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ভাস্কর্য চত্বরে সংহতি সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল দুপুর ১২টার দিকে ক্যাম্পাসের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ভাস্কর্যের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। পরে সোয়া ১২টার দিকে মিছিল নিয়ে উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করা হয়। এ সময় কার্যালয়ের ফটকের সামনে সমাবেশে বক্তারা বলেন, বর্তমান

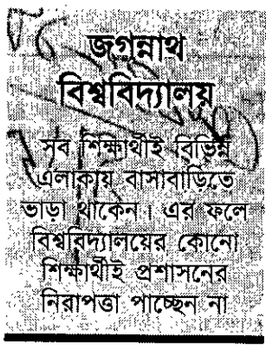

উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের চার বছর অতিক্রম করলেও শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল তৈরিতে মিথ্যা আশ্বাসের ফুলঝুড়ি ছাড়া কিছুই দিতে পারেননি। সব শিক্ষার্থীই রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাসাবাড়িতে ভাড়া থাকেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থীই প্রশাসনের নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। সমাবেশের একপর্যায়ে উপাচার্য মীজানুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের মহড়ায় তাঁর কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। শিক্ষার্থীরা তাঁকে কার্যালয়ে প্রবেশে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

সমাবেশে সংহতি জানিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এম এম মুজাহিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কারণেই একের পর এক অঘটন ঘটছে। শিক্ষার্থীদের জীবনে নাভিশ্বাস উঠছে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি আল আমিন বলেন, দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি উসকে দিতেই নাজিম উদ্দিনের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি: নাজিম উদ্দিন হত্যার প্রতিবাদে গতকাল বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। এতে উপাচার্য মীজানুর রহমান বলেন, হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। মানববন্ধনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি কাজী সাইফুদ্দিন, আইন বিভাগের চেয়ারম্যান সরকার আলী আককাস প্রমুখ বক্তব্য দেন।